সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দা.বা.-এর
বয়ান অবলম্বনে রচিত

কুরআনে আধুনিক বিজ্ঞান

জাহিদ হুসাইন

সম্পাদনা

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

কুরআনে আধুনিক বিজ্ঞান
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উখরা ১৪৪২ / ফেব্রুয়ারী ২০২১
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : নুমান আহমাদ খান

ISBN : 978-984-95227-0-6

মূল্য : ৳ ১০০.০০ (এক শত টাকা মাত্র)

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

কিছু কথা

কুরআন ও বিজ্ঞান—একই সাথে স্পর্শকাতর আর আগ্রহউদ্দীপক এক বিষয়। বর্তমান যুগ তো বিজ্ঞানেরই যুগ। আবার কুরআনের মধ্যে বিজ্ঞানের উপস্থিতিও অনস্বীকার্য। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনে তাই কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয়ের চিন্তা আসাটাই স্বাভাবিক। তবে কাজটি সহজ নয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই উলামায়ে কেরামের সহায়তা লাগে। হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জন্য আদর্শ একজন ব্যক্তিত্ব। বুযুর্গানেদ্বীনের সাহচর্যে তিনি পার করেছেন সারাটা জীবন। গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে। অপরদিকে শিক্ষা আর পেশাগত দিক থেকে হযরত একজন ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং ইসলামিক ইন্সটিটিউট অব টেকনলোজি (আইইউটি)-এর মতো দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পড়িয়েছেনও দীর্ঘদিন। বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো তাঁর নখদর্পণে। হযরতের বয়ানে কুরআনের আয়াতের আলোকে বিজ্ঞানের আলোচনা কিছু না কিছু থাকেই। আধুনিক শ্রোতাদের কাছে তাই হযরতের বয়ানের একটা আলাদা আবেদন থাকে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তথ্য আর পরিসংখ্যান ভিত্তিক যেসব আলোচনা তুলে ধরেন, তা কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্যের দিকেই শ্রোতার মনকে ধাবিত করে।

কুরআনে আধুনিক বিজ্ঞান বইটিতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে যেসব বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেগুলোর ওপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রফেসর হযরতের বয়ান। আর সেই সাথে যোগ করা হয়েছে আধুনিক উৎস থেকে পাওয়া তথ্য। এটি মৌলিক কোনো রচনা নয়। খুব বেশি তত্ত্ব-উপাত্ত কিংবা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম বিষয়াদি এখানে উপস্থাপন করা হয়নি। আবার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর সূক্ষাতিসূক্ষ্ম শাস্ত্রীয় বা ইলমি আলোচনাও এখানে নেই। আবার কুরআন মাজীদে পাওয়া যায় এরকম সকল বৈজ্ঞানিক বিষয়ও এই গ্রন্থে আনা হয়নি। বইটি সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে লেখা একটা সংকলন মাত্র। এর মূল অনুপ্রেরণা প্রফেসর হযরতের কথা ও বয়ান।

কুরআন বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। বিজ্ঞানের বাইরেও এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা মানুষ এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। কখনো পারবেও না। এর মধ্যে ইসলামের মূল বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ অন্যতম। এসব বিষয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মুখাপেক্ষি নয়। চৌদ্দশ বছর আগে মানুষ যখন বিজ্ঞানের কিছুই জানত না, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তাআলা এমন অনেক সংবাদ দিয়েছেন, যেগুলো বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে অতি সম্প্রতি মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয়েছে। এ বোধকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করা এবং তার শোকরগুজারী করাই বান্দার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ বইটি সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই লেখা।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

জাহিদ হুসাইন
সংকলক
বাড়ি ৪৯/সি, রোড ১৩/বি, সেক্টর ৩
উত্তরা, ঢাকা

সূচিপত্র

মানবভ্রূণ	৯
কলম	২৪
পানি	২৯
সালোকসংশ্লেষণ	৩৮
উট	৪১
সম্প্রসারণশীল বিশ্ব	৪৭
ফিঙ্গারপ্রিন্ট	৫৪
আলোকিত চাঁদ এবং গনগনে সূর্য	৫৭

“

বিজ্ঞান কোনো বস্তু সৃষ্টি করে না, বরং আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট বস্তুসমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেয়। এ ব্যবহারের সামান্য স্তর তো আল্লাহ তাআলা মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর এতে কারিগরি গবেষণা ও উন্নতির এক বিস্তৃত ময়দান খোলা রেখে মানুষের প্রকৃতিতে তা বোঝার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রেখেছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নিত্যই নতুন নতুন আবিষ্কার সামনে আসছে এবং আল্লাহ জানেন, ভবিষ্যতে আরও কি আসবে। বলা বাহুল্য, এ সবই আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তাআলাই মানুষকে এসব কাজের পথ দেখিয়েছেন এবং তা সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করেছেন। পরিতাপের বিষয়, যারা বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেছে, তারা কেবল এ মহাসত্য সম্পর্কে অজ্ঞই নয়, বরং দিন দিন অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

—মুফতি মুহাম্মাদ শাফী রহ.

মানবভ্রূণ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿١٤﴾

আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে স্খলিত বিন্দু রূপে সংরক্ষিত স্থানে রাখি। তারপর আমি সেই বিন্দুকে আলাকাতে পরিণত করি, তারপর সেই আলাকাকে মুদগাহ (চিবানো দলা বা গোশতপিণ্ড) বানিয়ে দেই। অতঃপর মুদগাহকে পরিণত করি অস্থিতে। অতঃপর অস্থিরাজিতে গোশতের আচ্ছাদন লাগিয়ে দেই। অতঃপর তাকে এক নতুন সৃষ্টিতে উন্নীত করি। কাজেই সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান! (সূরা মূমিনুন, ২৩ : ১২-১৪)

প্রফেসর হযরত হামিদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের অসংখ্য বয়ানে মায়ের পেটে মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। হযরতের এই আলোচনাগুলো কুরআনে কারীমের আলোকেই হয়ে থাকে। তবে এর সাথে হযরত রেফারেন্স হিসেবে প্রায়ই ড. কিথ এল মুর সাহেবের উদ্ধৃতি দেন। ড. কিথ এল মুরকে আধুনিক এম্ব্রয়োলজির সর্বোচ্চ অথোরিটিদের মধ্যে একজন ধরা হয়। তিনি সৌদি আরবের আমন্ত্রণে সেখানে এম্ব্রয়োলজি আর এই সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে গবেষণা করেন। তার সঙ্গী হন শায়েখ জিন্দানি সাহেব। তারও আগে ড.

মারিস বুকাইলির বই *বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান*-এ এই সংক্রান্ত কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। তবে ড. কিথ এল মুরের গবেষণা অনেক সাম্প্রতিক। তিনি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে পাওয়া মানুষের সৃষ্টির বর্ণনা আর সাম্প্রতিককালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে অবিশ্বাস্য সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেন। এই বিষয় নিয়ে তিনি *A Scientist's Interpretation of References to Embryology in the Quran* নামে একটি আর্টিকেলও লেখেন।

এ প্রসঙ্গে কানাডা সফরে হযরতের একটি বয়ানের অংশ বিশেষ প্রথমে উল্লেখ করা হলো :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

হে মানবজাতি, যদি তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করতে না পার, তাহলে অন্তত চিন্তা করো—আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, অতঃপর স্খলিত বিন্দু বা শুক্র হতে, অতঃপর আলাকা থেকে, অতঃপর মুদগাহ বা চিবানো গোশতপিন্ড হতে, পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট বা অপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট অবস্থায়। (সূরা হজ, ২২ : ৫)

আল্লাহ বলছেন—তুমি একটু চিন্তা কর, তোমাকে আমি মাটি থেকে তৈরি করেছি। মায়ের গর্ভে ছোট্ট একটা ফোঁটা ছিলে তুমি। ডাইমেনসন (Dimension, আকৃতি) কত? ডক্টর কিথ এল মুর টরন্টো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। তার বইয়ের নাম *The Developing Human*। বাংলাদেশে একবার আমি বারডেমে গেলাম। সেখানে আমার একজন পরিচিত ডাক্তার সাহেব